শ্রীমঙ্গলে কালচারাল ট্যুরিজম বিকাশে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী 'হারমোনি ফেস্টিভ্যাল'

পিন্টু দেবনাথ, মৌলভীবাজার

টেকসই কালচারাল ট্যুরিজম বিকাশ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে শুরু হতে যাচ্ছে তিন দিনব্যাপী বর্ণিল 'হারমোনি ফেস্টিভ্যাল (সিজন-২)'। গতকাল শ্রীমঙ্গলের ফুলছড়া চা বাগান মাঠে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার বিকাল ০৩.০০ টায় উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. জিয়াউর রহমান এর সঞ্চালনায় প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) সালেহা বিনতে সিরাজ। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মিজ আফরোজা খানম, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো: আব্দুর রউফ, এনডিসি। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ ফাহমিদা আখতার, এনডিসি। গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, এমপি; সংসদ সদস্য (২৩৭ মৌলভীবাজার-৩) নাসের রহমান; সংসদ সদস্য (২৩৮ মৌলভীবাজার-৪) মো: মুজিবুর রহমান চৌধুরী এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ কানিজ মওলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মো: মশিউর রহমান; ট্যুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশের অতিরিক্ত আইজিপি মো: মাইনুল হাসান, বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি; সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি ড. মো: জিল্লুর রহমান; মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল; মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মো: মনিরুল ইসলাম এবং ফিনলের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা তাসিন আহমেদ চৌধুরী। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন এবং কমিনিউটি ট্যুরিজম, এথনিক ও ওয়াটার ট্যুরিজম বিকাশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ উৎসবের আয়োজন করেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বিলুপ্তপ্রায় বৈচিত্রময় সংস্কৃতির পুনরদ্ধার ও টেকসই রূপদানের লক্ষ্যে এই ফেস্টিভ্যালকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরাই এর অন্যতম লক্ষ্য। উৎসবের আকর্ষণ ও অংশগ্রহণকারী নৃ-গোষ্ঠী: এবারের উৎসবে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্টল থাকবে। যেখানে খাসিয়া, গারো, মনিপুরি, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, রবিদাসসহ শ্রীমঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ তাদের উৎপাদিত পণ্য, ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক, গহনা এবং শিকারের সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করবেন। তিন দিনজুড়ে থাকবে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান ও লাইভ প্রদর্শনী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোড়সবরদের সবরী নৃত্য, খাড়িয়াদের ঝুমুর, সাঁওতালদের লাগড়ে ও দং নৃত্য, ত্রিপুরাদের বৈসু ও জুম নৃত্য, গারোদের ওয়ানগালা উৎসব এবং মনিপুরিদের রাস লীলা ও পুং চলোম নৃত্য। পাশাপাশি খাসিয়াদের পান নিয়ে লাইভ পরিবেশনা, মনিপুরিদের লাইভ তাঁত, ত্রিপুরাদের কোমর তাঁত, কুমারদের মাটির জিনিসপত্র প্রস্তুতকরণ, ঐতিহ্যবাহী হোমস্টে প্রদর্শনী এবং সিলেটের ধামাইল নৃত্য পরিবেশিত হবে। এছাড়াও মেলায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের (এসএমইএফ) ১০টি স্টল থাকবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতি বছর শ্রীমঙ্গলে একটি নির্দিষ্ট দিনে এই উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যাতে ট্যুর অপারেটরগণ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য ইনবাউন্ড প্যাকেজ তৈরি করতে পারেন। এর মাধ্যমে শ্রীমঙ্গল অঞ্চলে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রসারিত হবে। উৎসবটি সফল করতে উপজেলা প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

গাজীপুরে ৪ মাদক সেবনকারীকে সাজা ও জরিমানা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে শহর এলাকায় মাদক সেবনের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে চারজনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ আদেশ প্রদান করেন গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ফয়সাল ও গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন। জানা যায়, গাজীপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম ভূঞার নের্তৃত্বে জয়দেবপুর শহরের রেলওয়ে স্টেশন, সাহাপাড়া, উত্তর ছায়াবিথী এলাকায় সেবনরত অবস্থায় চারজনকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়া গেলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ২৯ নং ওয়ার্ড ছোট দেওড়া এলাকার আঃ মালেকের ছেলে মোঃ রহমত আলী(৩৮), নেত্রকোণা চল্লিশা বামনিকোণা এলাকার মৃত আসক আলীর ছেলে মোঃ আমিনুল হক (৩৮)কে পনের দিনের কারাদন্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদন্ড প্রদান করেন গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ।

পঞ্চগড়ে জগদল ডিগ্রি কলেজে সংবর্ধনা ও বিদায় অনুষ্ঠানে নওশাদ জমির

শিক্ষাখাতে অধিক বরাদ্দের সুফল পাবে শিক্ষার্থীরা

ইকবাল বাহার, পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের জগদল ডিগ্রি কলেজে বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) পঞ্চগড়-১ আসনের সংসদ সদস্য ও আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মুহম্মদ নওশাদ জমির-কে সংবর্ধনা, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নওশাদ জমির বলেন, সরকার শিক্ষার উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এবারের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে তুলনামূলক বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণে দেশের সব জেলায় ভাষা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, আধুনিক প্রযুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জগদল ডিগ্রি কলেজের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ আদম সুফি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ আবু তালেব মানিক, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম.এ. মজিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি লায়লা আরজুমান্দবানু মুক্তি, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বাবুসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। পরে অতিথিরা শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। এর আগে কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন এমপি ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নওশাদ জমির। এ সময় তিনি ফলজ ও বনজ গাছের চারা হিসেবে জলপাই ও মেহগনি গাছের চারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুধীজনের উপস্থিতিতে কলেজ প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আঞ্চলিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ইমাম খাইর, কক্সবাজার

কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রথমবারের মতো 'আঞ্চলিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিন এবং রানার্সআপ হয়েছে কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল (মাস্টার্স) মাদরাসা। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দল নেতা রোদসী হোসাইন হৃদি। ১৮ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা, কক্সবাজার সিটি কলেজ, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ এবং কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ৮টি টিম অংশগ্রহণ করে। বিতার্কিকদের মেধা, যুক্তি, তর্কবিতর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে নক আউট থেকে সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয় কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। নির্ধারিত বিষয়ে বক্তাদের তীব্র উপস্থাপনা ও যুক্তিতর্কে বিপক্ষ দলকে হারিয়ে ফাইনাল রাউন্ডে যায় কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ফাইনাল রাউন্ডে "বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তির চেয়ে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্যই ভূ-রাজনীতির মূল নিয়ন্ত্রক" বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা। কক্সবাজার হাশেমিয়া (কামিল) মাস্টার্স মাদরাসার শিক্ষার্থীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি যুক্তি তর্কে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। প্রতিযোগিতা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ বিজয়ী দলের শিক্ষার্থীদের হাতে ট্রপি ও সনদ তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পৃথক রাউন্ডে মডারেটর ছিলেন, ইমরুল ইবনে হোসাইন, তাসনিম তুরিন, প্রিমা বড়ুয়া ও আতাউর রহমান। পুরো অনুষ্ঠান সমন্বয় করেন সিবিআইইউ ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর সামিয়া আফরোজ। সমাপনী বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত টিমকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে এসব আয়োজনে সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ট্রেজারার প্রফেসর ড. বেলাল নূর আজিজী, রেজিস্ট্রার রাজিদুল হক, ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. খোরশেদ আলী, সহকারী পরিচালক (পিআর এন্ড মিডিয়া) ইমাম খাইরসহ বিচারক, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঘিওরে সেই মাদক সম্রাজ্ঞী মমতাজের মেয়েকেও হেরোইন সহ আটক করেছে পুলিশ

মোঃ শাহ আলম, দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ)

মানিকগঞ্জের ঘিওরে বহুল আলোচিত সেই দুর্ধর্ষ মাদক সম্রাজ্ঞী মমতাজের মেয়েকেও এবার হেরোইন সহ আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (১৭ জুন) সকাল ১০ টার দিকে মাদক সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম ওরফে মমো ও তার স্বামী খোকন এবং ছোট ছেলে মানিককে ৬৮ পুরিয়া হেরোইন সহ আটক করে পুলিশ।উপজেলার ঘিওর সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের গোলাপনগর কুঠিবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। আটকের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন সকাল ১২ টার দিকে মাদক ব্যবসায়ী মমতাজ বেগমের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ভাংচুর করে।পরে সন্ধ্যার দিকে মমতাজের মেয়ে স্মৃতি আক্তার ঐ ভাংগাচুড় বাড়ির পাশের ঝোপঝাড় থেকে ৪৫ পুরিয়া হেরোইন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন হাতেনাতে তাকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে খবর দিলে তাকেও আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । এ সময় তার কাছে ৪৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। ঘিওর থানার ওসি মীর মাহাবুবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, এক?ই পরিবারের স্বামী, ছোট ছেলে ও মেয়ে ও কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী মমতাজ সহ চারজনকে আটক করা হয়েছে । মাদক সম্রাজ্ঞী মমতাজের বড় ছেলে রতন পলাতক রয়েছে ।

জাতীয় ফল মেলা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলদ গাছের চারা বিতরণ

এস,এ আলমগীর, মানিকগঞ্জ

"করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবং "বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতিড়৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ, বুক ভরে শ্বাস নেবে আমাদের সন্তান-সন্ততি" স্লোগানে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল মেলা-২০২৬। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) মেলার উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কামরুল ইসলাম।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শাজাহান সিরাজ, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী নাসরিন, সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিক্তা আক্তার, পাওয়ার গ্রিডের নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোকুল চন্দ্র নাথ, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাসুম ভূঁইয়া, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, সহ-সভাপতি আবুল বাশার আব্বাসী, সাধারণ সম্পাদক মো. শাহানুর ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, ফলদ বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবুজ বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৮ থেকে ২০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলার আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কালিয়াকৈরে কারখানার পানি পান করে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় ড্রেসম্যান গার্মেন্টস লিমিটেড পোশাক কারখানায় পানি পান করে প্রায় শতাদিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে টিফিনের সময় পানি খাওয়ার পরপরই শ্রমিকদের মধ্যে বর্মি, তীব্র পেটব্যথা, মাথাঘুরা ও দুর্বলতা দেখা দেয়। এতে মুহূর্তের মধ্যে কারখানা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে জরুরি ভিত্তিতে ড্রেসম্যান কারখানার উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও অসুস্থ শ্রমিকরা ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় , বৃহস্পতিবার সকাল ৮ ঘটিয়ায় শ্রমিকরা পানি পান করলে পানি খাওয়ার মাত্র ৫-১০ মিনিটের মধ্যেই প্রথমে কয়েকজন শ্রমিকদের মধ্যে পেটব্যথা ও বর্মি করতে থাকে। এরপর সকাল ১০ ঘটিকায় শ্রমিকরা আরো বেশি অসুস্থ হলে শ্রমিকদের কারখানার কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স, পিকআপ ও প্রাইভেট গাড়ি দিয়ে অসুস্থ শ্রমিকদের দ্রুত কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আশপাশের ক্লিনিক ও গাজীপুর সদর হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে শ্রমিকদের স্বজনরাও হাসপাতালে ভিড় করেন।

মিতু, শাহনাজ, সাবানা, মাহমুদা,শিমু আক্তার বলেন, পানিটা খেতেই কেমন পচা গন্ধ লাগল। ৫ মিনিট পর পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে ব্যথা শুরু হলো। বমি করতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। এখনও শরীরে শক্তি পাচ্ছি না। কয়েকদিন ধরেই পানির স্বাদ নষ্ট ছিল। ম্যানেজমেন্টকে বলেও লাভ হয়নি। আজ এত বড় বিপদ হয়ে গেল। ড্রেসম্যান পোশাক কারখানার প্রোডাকশন ম্যানেজার কাজী শফিক বলেন, কারখানার আশেপাশের এলাকায় শ্রমিকরা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। তারা আজ সকাল বেলা কী ধরনের পানি ও খাবার খেয়েছে আমার জানা নেই। আমাদের কারখানার ডিপ টিউবওয়েল ও ফিল্টারের পানি নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। উপজেলা ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল আবাসিক অফিসার মুনিয়া সুলতানা বলেন, সকাল থেকে বেশকিছু শ্রমিক বমি, পেটব্যথা ও মাথাঘুরা নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন।

নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে মো.তাসিফ (৯) নামে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হামে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। বর্তমানে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ১০৭ জন শিশু হামসহ নানা রোগে ভর্তি রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হাম উপসর্গে ৩৪ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। বৃহস্পতিবার(১৮ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত তাসিফ লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরমিতা গ্রামের আজাদ উদ্দিনের ছেলে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ১৫জুন হামের উপসর্গ নিয়ে তাসিফ হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। সে মারাত্মক নিউমোনিয়ায় ভুগছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার ভোর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বর্তমানে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ১০৭ জন শিশু হামসহ নানা রোগে ভর্তি রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৪ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ২ টি আইসোলেশন সেন্টারে ৪০ টি শয্যা রয়েছে। অধিক রুগী হওয়ায় বাকীদের মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। গাদাগাদি করে অধিক রুগী চিকিৎসা নেয়ার কারনে ডায়রিয়ার রুগীরা হামে আর হাম আক্রান্তরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। নোয়াখালী সিভিল সার্জন ডা: আনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শিশু তাসিফ গত ১৫ জুন হাম উপসর্গ নিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো। আজ সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

নোবিপ্রবি উপাচার্যের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীর সঙ্গে নোয়াখালী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন অডিটোরিয়ামে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপাচার্যের সঙ্গে সাংবাদিকদের আসন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মতবিনিময়কালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শতাধিক সাংবাদিকের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আগামী ২২ জুন বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে। এছাড়া ৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে ডিনস অ্যাওয়ার্ড এবং তিনটি ক্যাটাগরিতে তিনজনকে ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের আলোচনায় উঠে আসা বিষয়গুলো ধাপে ধাপে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার লক্ষ্যে প্রশাসন কাজ করছে। আগামী অর্থবছরে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে একাডেমিক ভবন-৩ নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হলে শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবসংকট অনেকাংশে দূর হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোনাপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন বাংলাবাজার পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীত করা গেলে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে সুবিধা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে। সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, অতীতে সাংবাদিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ভবিষ্যতেও সেই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সাংবাদিকদের যেকোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. গাজী মো. মহসিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ তামজিদ হোছাইন চৌধুরী, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

সোনাগাজীতে ১০ মামলার আসামি 'কুত্তা সেলিম' গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার, ফেনী

ফেনীর সোনাগাজীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও মাদকসহ ১০টি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি মো. সেলিম ওরফে কুত্তা সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোনাগাজীর নিজ গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। সোনাগাজী মডেল থানার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সূত্রে এই গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সেলিম দীর্ঘ দিন ধরে সোনাগাজী উপজেলার সাধারণ মানুষের কাছে এক আতঙ্কের নাম ছিল। তার বিরুদ্ধে ১০টি মামলার ওয়ারেন্ট থাকলেও সাবেক ওসির উদাসীনতা ও শিথিলতার কারণে সে এত দিন ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। পুলিশ জানায়, জেলার অন্যতম 'ওয়ান্টেড' এই অপরাধীকে ধরতে বিভিন্ন সময় কৌশল অবলম্বন করা হয়। অবশেষে র‍্যাবের (জঅই) সহায়তায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। গতকাল দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। আটক সেলিমের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে জানতে চাইলে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসেম বলেন, "সেলিম ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, তাকে আপাতত রিমান্ডে নেওয়া হয়নি।" ওসি আরও জানান, তিনি এই থানায় যোগদানের পর থেকে সোনাগাজী উপজেলা থেকে অন্তত ২০ জন ওয়ারেন্টভুক্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে, পৃথক আরেকটি অভিযানে গতকাল কুঠিরহাট বাজার থেকে মরণ শীল নামের এক নাপিতকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজাসহ আটক করেছে পুলিশ।

কাশিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হলেন এসপি ছুফিউল্লাহ

মোরশিদ আলম, হোমনা (কুমিল্লা)

হোমনা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কাশীপুর হাসিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের কৃতি সন্তান ও পাবনা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ ছুফিউল্লাহ। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে এসপি মোঃ ছুফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে পরিচালিত ম্যানেজিং কমিটির সঠিক তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টির সার্বিক উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দাসহ এলাকার সচেতন মহল।

মুকসুদপুরে কৃষকের মাঝে নারকেল গাছের চারা ও সার বিতরণ

মো. ইমরান হোসেন, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ)

সরকারের নিবাচনী অঙ্গীকার ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ এর মুকসুদপুরে ৩৬০ জন কৃষক এর মাঝে ১৮ শ নারকেল গাছের চারা ও সার বিতরণের উদ্ভধন করা হয়েছে। ১৮ জুন বেলা ১১ ঘটিকার সময় মুকসুদপুর কৃষি অফিস চত্বরে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নিবাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ আবিরুল ইসলাম উদ্ভধন করেন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন মুকসুদপুর উপজেলা কৃষি অফিসার ড. মোঃ মিজানুর রহমান উপজেলা বিএনপির সভাপতি আঃ ছালাম খান সাধারণ সম্পাদক মোঃ তারিকুল ইসলাম রাজু পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মশিউর রহমান মিন্টু সহ অনেকে। অনুষ্ঠানে সাবিক সহযোগিতা করেন উপসহকারী বৃক্ষ রোপণ অফিসার মোঃ রুহুল কুদ্দুছ।